سورة الطارق

সূরা তারেক

মক্কায় অবতীর্ণঃ ১৭ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣ إِن كُلُّ
نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِن مَّاءٍ
دَافِقٍ ۝٦ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝٧ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝٨
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝٩ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝١٠ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝١١
وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝١٢ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝١٣ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝١٤ إِنَّهُمْ
يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝١٥ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝١٦ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝١٧

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর! (২) আপনি জানেন যে রাত্রিতে আসে, সে কি? (৩) সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। (৪) প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে। (৫) অতএব মানুষ দেখুক কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে। (৬) সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। (৭) এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপঞ্জরের মধ্য থেকে (৮) নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম! (৯) যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে, (১০) সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না। (১১) শপথ চক্রশীল আকাশের (১২) এবং বিদারনশীল পৃথিবীর! (১৩) নিশ্চয় কোরআন সত্য-মিথ্যার ফয়সালা (১৪) এবং এটা উপহাস নয়। (১৫) তারা ভীষণ চক্রান্ত করে; (১৬) আর আমিও কৌশল করি। (১৭) অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন—কিছু দিনের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ আকাশের এবং সেই বস্তুর, যা রাত্রিতে আবির্ভূত হয়। আপনি জানেন

রাত্রিতে কি আবির্ভূত হয় ? সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। (অতঃপর শপথের জওয়াব আছে—) প্রত্যেকের উপর একজন কর্মসংরক্ষণকারী (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে; (যেমন অন্য আয়াতে আছে: وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ

উদ্দেশ্য এই যে, কাজকর্মের হিসাব হবে। উদ্দেশ্যের সাথে শপথের মিল এই যে, আকাশে নক্ষত্র যেমন সর্বদা সংরক্ষিত থাকে এবং বিশেষ করে রাত্রিতে প্রকাশ পায় তেমনিভাবে কাজকর্ম আমলনামায় সব সময় সংরক্ষিত আছে এবং বিশেষ করে কিয়ামতের দিন তা প্রকাশ পাবে)। অতএব মানুষ দেখুক কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে। সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে, যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের (অর্থাৎ সমগ্র দেহের) মধ্য থেকে নির্গত হয়। (এখানে পানি বলে বীর্য বোঝানো হয়েছে—শুধু পুরুষের কিংবা নারী-পুরুষ উভয়ের। পুরুষের তুলনায় কম হলেও নারীর বীর্যও সবেগে স্খলিত হয়। পানির অর্থ নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্য হলে ماء শব্দটি একবচনে আনার কারণ এই যে, উভয়ের বীর্য মিশ্রিত হয়ে এক বস্তুর মত হয়ে যায়। পৃষ্ঠ ও বক্ষ দেহের দুই পার্শ্ব। তাই সমগ্র দেহ অর্থ নেওয়া যায়। সারকথা এই যে, বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করা পুনর্বার সৃষ্টি করা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনক কাজ। তিনি যখন এটাই করতে সক্ষম, তখন প্রমাণিত হল যে) তিনি তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম। (সুতরাং কিয়ামত না হওয়ার সন্দেহ দূর হয়ে গেল। এই পুনঃ সৃষ্টি সেদিন হবে, যেদিন সবার ভেদ প্রকাশ হয়ে যাবে। অর্থাৎ বাতিল বিশ্বাস ও ভ্রান্ত নিয়ত ইত্যাদি সব গোপন বিষয় বাহির হয়ে যাবে। দুনিয়াতে যেমন সময়মত অপরাধ অস্বীকার করা এবং তা গোপনে করা হয়, সেখানে এরূপ সম্ভবপর হবে না)। তখন তার কোন প্রতিরোধ শক্তি থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারী হবে না (যে, আযাব হটিয়ে দিবে। কিয়ামতের বাস্তবতা যেহেতু কোরআন দ্বারা প্রমাণিত, তাই অতঃপর কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে:) শপথ আকাশের যা থেকে পরপর বৃষ্টিপাত হয় এবং পৃথিবীর, যা (বীজের অঙ্কুরোদগমের সময়) বিদীর্ণ হয়। (অতঃপর শপথের জওয়াব আছে—) নিশ্চয় কোরআন সত্যমিথ্যার ফয়সালা। এটা আমার কালাম নয়। (এতে কোরআন যে আল্লাহ্র সত্য কালাম, একথা প্রমাণিত হল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের অবস্থা এই যে,) তারা (সত্যকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য) নানা অপকৌশল করছে এবং আমি (তাদেরকে ব্যর্থ ও দণ্ড দেওয়ার জন্য) নানা কৌশল করে যাচ্ছি। (বলা বাহুল্য, আমার কৌশল প্রবল হবে। আপনি যখন আমার কৌশলের কথা শুনলেন) অতএব আপনি কাফিরদেরকে (ভয় করবেন না এবং তাদের দ্রুত আযাব কামনা করবেন না; বরং তাদেরকে) অবকাশ দিন (বেশীদিন নয় বরং) তাদেরকে অবকাশ দিন কিছু দিনের জন্য। (এরপর মৃত্যুর আগে অথবা পরে আমি তাদের উপর আযাব নাযিল করব। শেষ শপথের শেষ বিষয়বস্তুর সাথে মিল এই যে, কোরআন আকাশ থেকে আসে এবং যার মধ্যে যোগ্যতা থাকে, তাকে ধন্য করে। যেমন বৃষ্টি আকাশ থেকে নেমে উর্বর ভূমিকে সমৃদ্ধ করে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন ঃ প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। সে তার সমস্ত কাজকর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে দুনিয়াতে যা কিছু করছে, তা সবই কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোন সময় পরকাল ও কিয়ামতের চিন্তা থেকে গাফিল হওয়া অনুচিত। এরপর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে শয়তান মানুষের মনে যে অসম্ভাব্যতার সন্দেহ সৃষ্টি করে, তার জওয়াব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ মানুষ লক্ষ্য করুক যে, সে কিভাবে বিভিন্ন অণু, কণা ও বিভিন্ন উপকরণ থেকে সৃজিত হয়েছে। যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের কণাসমূহ একত্র করে একজন জীবিত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পর পুনরায় তদ্রূপ সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এরপর কিয়ামতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করে আবার আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষকে পরকাল চিন্তার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে যেন তাকে হাসি-তামাশা মনে না করে। এটা এক বাস্তব সত্য, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অবশেষে দুনিয়াতেই কেন আযাব আসে না—কাফিরদের এই প্রশ্নের জওয়াবের মাধ্যমে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

প্রথম শপথে আকাশের সাথে طارق শব্দ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ রাত্রিতে আগমনকারী। নক্ষত্র দিনের বেলায় লুক্কায়িত থাকে এবং রাতে প্রকাশ পায়, এজন্য নক্ষত্রকে طارق বলা হয়েছে। কোরআন এ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে নিজেই জওয়াব দিয়েছে

اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ—অর্থাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র। আয়াতে কোন নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি।

তাই যে কোন নক্ষত্রকে বুঝানো যায়। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন বিশেষ নক্ষত্র 'সুরাইয়া', যা সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটি নক্ষত্র কিংবা 'শনিগ্রহ' অর্থ নিয়েছেন। আরবী ভাষায় সুরাইয়া ও শনিগ্রহকে نجم বলা হয়ে থাকে।

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ—এটা শপথের জওয়াব। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। এখানে حافظ শব্দ এক বচনে উল্লেখ করা হলেও তারা যে একাধিক তা অন্য আয়াত থেকে জানা যায়। অন্য আয়াতে আছে ঃ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ

حافظ-এর অপর অর্থ আপদবিপদ থেকে হিফাযতকারীও হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের হিফাযতের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তারা দিনরাত মানুষের হিফাযতে নিয়োজিত থাকে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য যে বিপদ অবধারিত করে দিয়েছেন, তারা সে বিপদ থেকে হিফাযত করে না। অন্য এক আয়াতে একথা পরিষ্কারভাবে

বর্ণিত হয়েছে ঃ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ

অর্থাৎ মানুষের জন্য পালাক্রমে আগমনকারী পাহারাদার ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশে সামনে ও পেছনে থেকে তার হিফাযত করে।

এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) বলেন---প্রত্যেক মু'মিনের উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তার হিফাযতের জন্য তিন শ ষাট জন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা তার প্রত্যেক অঙ্গের হিফাযত করে। তন্মধ্যে সাতজন ফেরেশতা কেবল চোখের হিফাযতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। এসব ফেরেশতা অবধারিত নয়---এমন প্রত্যেক বালা-মুসিবত থেকে এভাবে মানুষের হিফাযত করে, যেমন মধুর পাত্রে আগমনকারী মাছিকে পাখা ইত্যাদির সাহায্যে দূর করে দেওয়া হয়। মানুষের উপর এরূপ পাহারা না থাকলে শয়তান তাকে ছিনিয়ে নিত।---(কুরতুবী)

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ---অর্থাৎ মানুষ সৃজিত হয়েছে এক সবেগে স্খলিত পানি থেকে যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থিপিঞ্জরের মধ্য থেকে নির্গত হয়। সাধারণভাবে তফসীরবিদগণ এর এই অর্থ করেছেন যে, বীর্য পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু মানবদেহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুচিন্তিত অভিমত ও অভিজ্ঞতা এই যে, বীর্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে নির্গত হয় এবং সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ নারী ও পুরুষের সেই অঙ্গ থেকে নির্গত বীর্য দ্বারা গঠিত হয়। তবে এ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী প্রভাব থাকে মস্তিষ্কের। এ কারণেই সাধারণত দেখা যায়, যারা অতিরিক্ত স্ত্রীমৈথুন করে, তারা প্রায়ই মস্তিষ্কের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়। তাদের আরও সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বীর্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে স্খলিত হয়ে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে অণ্ডকোষে জমা হয় এবং সেখান থেকে নির্গত হয়।

এই অভিমত বিশুদ্ধ হলে তফসীরবিদগণের উপরোক্ত উক্তির সঙ্গত ব্যাখ্যাদান অবান্তর নয়। কেননা, চিকিৎসাবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, বীর্য উৎপাদনে সর্বাধিক প্রভাব রয়েছে মস্তিষ্কের। আর মস্তিষ্কের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে সেই শিরা, যা মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্ক থেকে পৃষ্ঠদেশে ও পরে অণ্ডকোষে পৌঁছেছে। এরই কিছু উপাশিরা বক্ষের অস্থি-পাঁজরে এসেছে। এটা সম্ভবপর যে, নারীর বীর্যে বক্ষপাঁজর থেকে আগত বীর্যের এবং পুরুষের বীর্যে পৃষ্ঠদেশ থেকে আগত বীর্যের প্রভাব বেশী।---(বায়যাভী)

কোরআন পাকের ভাষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এতে নারী ও পুরুষের কোন বিশেষত্ব নেই। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশের মধ্য থেকে নির্গত হয়। এর সরাসরি অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বীর্য নারী ও পুরুষ উভয়ের সমস্ত দেহ থেকে নির্গত হয়। তবে সামনের ও পশ্চাতের প্রধান অঙ্গের নাম উল্লেখ করে সমস্ত দেহ ব্যক্ত করা হয়েছে। সম্মুখভাগে বক্ষ এবং পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠ প্রধান অঙ্গ। এই দুই অঙ্গ থেকে নির্গত হওয়ার অর্থ নেওয়া হবে সমস্ত দেহ থেকে নির্গত হওয়া। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই উল্লেখ করা হয়েছে।

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ — رجع -এর অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা প্রথমবার মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও ভালরূপে সক্ষম।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ — تبلى -এর শাব্দিক অর্থ পরীক্ষা করা, যাচাই করা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের যেসব বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মনন ও সংকল্প অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, দুনিয়াতে কেউ জানত না, এবং যেসব কাজকর্ম সে গোপনে করেছিল, কিয়ামতের দিন সে সবগুলোই পরীক্ষিত হবে। অর্থাৎ প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেনঃ কিয়ামতের দিন মানুষের সব গোপন ভেদ খুলে যাবে। প্রত্যেক ভালমন্দ বিশ্বাস ও কর্মের আলামত হয় মানুষের মুখমণ্ডলে শোভা পাবে না হয় অন্ধকার ও কাল রঙের আকারে প্রকাশ করে দেওয়া হবে।—(কুরতুবী)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ — رجع -এর অর্থ পর পর বর্ষিত বৃষ্টি। একবার বৃষ্টি হয়ে শেষ হয়ে যায়, আবার হয়।

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ — অর্থাৎ কোরআন সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা করে; এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

হযরত আলী (রা) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআন সম্পর্কে বলতে শুনেছিঃ

كتاب فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل

অর্থাৎ এই কিতাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের সংবাদ এবং তোমাদের পরে আগমনকারীদের জন্য বিধি-বিধান রয়েছে। এটা চূড়ান্ত উক্তি; আমার মুখের কথা নয়।